Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-II, published on April 2022, Page No. 171–177
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর নির্বাচিত ছোটোগল্পে বিশ্বায়নের প্রভাব

রাজেশ কর
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল: rkarbengali@gmail.com

Keyword
বিশ্বায়ন, মানুষ, ভোগবাদী, প্রযুক্তি, যান্ত্রিকতা, প্রতিযোগিতা, ভবিষ্যৎ, বিজ্ঞান

Abstract
উত্তর আধুনিক যুগের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির মধ্যে অন্যতম হল বিশ্বায়ন। আশির দশক শুরুর পর থেকে প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক দুনিয়ায় পশ্চিম দেশগুলির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশেও বিপুল পরিবর্তন আসতে শুরু করে। দেশীয় অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে যেমন প্রতিযোগিতা মূলক মানসিকতা তৈরি হয়েছিল, ঠিক তেমনি মানুষের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল এক ভোগবাদী মানসিকতা। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী-কর্পোরেট শক্তির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভোগবাদী সংস্কৃতি মানুষকে বস্তুগত কামনা-বাসনার দিকে চালিত করেছিল। ফলে জীবন হয়ে উঠেছিল যান্ত্রিক, সমাজ হয়ে উঠেছিল বাজার। এরকমই এক সমাজজীবনে দাঁড়িয়ে গল্পচর্চা করেছিলেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর গল্পের মধ্যে এই যান্ত্রিক জীবন ও বাজারকেন্দ্রিক সমাজ প্রতিফলিত হয়েছে। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্পে বিশ্বায়নের এই দিকটি তুলে ধরার জন্য আমরা তাঁর আশি-নব্বইয়ের দশকের পাঁচটি গল্পকে নির্বাচন করেছি। 'ভিডিও-ভগবান-নকুলদানা', 'নতুন রান্না', 'আবর্জনা হইতে ভোগ্যপণ্য', 'কাকায়ন', ও 'একটি সতর্কতামূলক রূপকথা' এই পাঁচটি গল্পের মধ্য দিয়ে দেখানো হবে সাহিত্যে বিশ্বায়ন কীভাবে প্রভাব ফেলেছে। আমরা যদি গল্পগুলির দিকে দেখি তবে দেখবো 'ভিডিও-ভগবান-নকুলদানা' গল্পে বিশ্বায়ন কীভাবে মানুষকে ভোগপ্রবণ করে তুলেছে এবং তার ফল যে কত ভয়াবহ হতে পারে তা অবনীর দুই ছেলের পরিণতি দেখে বোঝা যাবে। আবার 'নতুন রান্না' গল্পে দেখবো পশ্চিমদেশের সংস্কৃতি কীভাবে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতিকে বিচ্ছিন্ন করছে। একই রান্নার নাম দিন দিন বদলে নতুন রান্না হয়ে উঠছে এবং তা গ্রহণের জন্য মানুষ কি রূপ মরিয়া তা পরিষ্কার বোঝা যাবে পঞ্চার চিকেন মাঞ্চুরিয়ান প্রস্তুতির রেসিপি শিখতে গিয়ে মার খেয়ে হাসপাতালে ভর্তির ঘটনা থেকে। 'আবর্জনা হইতে ভোগ্যপণ্য' গল্পে মহানির্দেশকের আগমনে পঞ্চাননের জঞ্জালে পরিণতির মধ্যে দিয়ে গল্পকার দেখালেন বিশ্বায়নের প্রভাবে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে চড়ে কীভাবে কর্পোরেট সংস্থা প্রসার লাভ করে। 'কাকায়ন' ও 'একটি সতর্কতামূলক রূপকথা' গল্প দুটির মধ্যে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে দেখানো হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে গল্পগুলি বৈজ্ঞানিক ভাবনা প্রসূত হলেও গল্পকার এই গল্পগুলির মধ্যে ভবিষ্যৎকে ধরতে চেয়েছেন। প্রথম গল্পে মিঃ বাগচি ল্যাবরেটরিতে কাকের পাকযন্ত্র নিয়ে রিসার্চ, অন্যদিকে দ্বিতীয় গল্পে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে মানুষের ডিম ফুটিয়ে আগামী প্রজন্ম নির্মাণের ঘটনা বিজ্ঞানের আশীর্বাদ হলেও পশু-পাখি এমনকি মানুষের জীবন যখন বিজ্ঞান দ্বারা চালিত হয় তখন তা আর আশীর্বাদ থাকে না। আসলে ভোগবাদী মানসিকতা মানুষকে এত গভীর ভাবে জড়িয়ে ধরেছে

যে তার থেকে বেড়িয়ে আসা আজ মানুষের কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। আর তাই বাধ্য হয়ে মানুষ যেন বিশ্বায়নের কাছে নিজেকে সমর্পিত করে দিয়েছে।

Discussion

উত্তর আধুনিকতার পর্বে পশ্চিমী সংস্কৃতির স্পর্শে সব থেকে উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম হল বিশ্বায়ন। আশির দশক শুরুর পর থেকে প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক দুনিয়ায় পশ্চিম দেশগুলির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশেও বিপুল পরিবর্তন আসতে শুরু করে। দেশীয় অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে যেমন প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা তৈরি হয়েছিল, ঠিক তেমনি মানুষের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল এক ভোগবাদী মানসিকতা। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী-কর্পোরেট শক্তির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভোগবাদী সংস্কৃতি মানুষকে বস্তুগত কামনা-বাসনার দিকে চালিত করেছিল এই বিশ্বায়ন। এখানে বলা বাহুল্য যে, বিশ্বায়ন সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি-সংস্কৃতিকে ছাপিয়ে এখন সাহিত্যেও প্রবেশ করেছে। বাংলা সাহিত্যে আশির দশকে উদার অর্থনীতির ফলে এক নতুন বাঁকের সূচনা ঘটেছিল। এই পর্বে যে সমস্ত সাহিত্যিক তাঁদের সৃষ্টিকে সচল রেখেছিলেন খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের সাহিত্যে এই বিশ্বায়নের ছাপ পড়বেই। এই সমস্ত সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম হলেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর আশি-নব্বইয়ের দশকের গল্পগুলির মধ্যে এই বিশ্বায়নের প্রভাব দারুন ভাবে লক্ষণীয়। আমরা আমাদের এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনার জন্য স্বপ্নময় চক্রবর্তীর আশি-নব্বইয়ের দশকের পাঁচটি গল্প- 'ভিডিও-ভগবান-নকুলদানা', 'নতুন রান্না', 'আবর্জনা হইতে ভোগ্যপণ্য', 'কাকায়ন', ও 'একটি সতর্কতামূলক রূপকথা'-কে নির্বাচন করেছি। সুতরাং এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, আমাদের মূল আলোচনা এই গল্পগুলির মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে।

'বিশ্বায়ন' কী? এই প্রশ্ন আজ যত না প্রাসঙ্গিক, তার থেকে বেশি আলোচিত বিষয় হল বিশ্বায়ন ভালো না কি খারাপ? আসলে বিশ্বায়ন একটি প্রক্রিয়া, যা সমগ্র বিশ্বজুড়ে মতাদর্শ হিসেবে একে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য একটি ক্রিয়াশীল মুক্তবাণিজ্যের দর্শন। ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশেও এই দর্শনের প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল প্রায় স্বাধীনতার পর থেকেই। কিন্তু এই প্রভাব জোর কদমে আসে আশির দশকের সূচনা থেকে। আমরা আগেই বলেছি, প্রযুক্তিনির্ভর ও পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী-কর্পোরেট শক্তির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভোগবাদী সংস্কৃতি মানুষকে বস্তুগত কামনা-বাসনার দিকে চালিত করেছিল। ফলে প্রযুক্তি যুগের ধাবমান জীবনচেতনা এবং উদ্দেশ্যহীন ভোগপ্রবণ আত্মকেন্দ্রিক অস্তিত্বের যন্ত্রণা বারে বারে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিল। ফলে মানুষ বিমূঢ় উদভ্রান্ত জীবনের শিকার হয়েছে প্রতিনিয়ত। এই বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক নীলোৎপল বসু জানিয়েছেন-

> *"বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচুর্যে পূর্ণ নাগরিক কেন্দ্রগুলি এবং দুঃস্থ অর্থনীতিসম্পন্ন দেশগুলির পশ্চাৎপ্রদেশের সহাবস্থান। এই সমীভবনে থাকবে না শান্তি, যা ঠাণ্ডাযুদ্ধ সমাপনে আসবে বলে মনে হয়েছিল; অর্থনৈতিক সমতা, যা সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে থাকা উচিত ছিল; এবং থকবে না ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত জীবনের উন্নয়ন, যা বাস্তবায়িত করা সব দেশেরই মিলিত লক্ষ্য। বিশ্বায়ন এমনই এক ঐক্য যার ভিত্তি আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় নেই, আছে অবিবেচক এক নীতিতে যা পিছিয়ে পড়া ব্যক্তি ও দেশগুলিকে যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বাইরে ঠেলে দিয়ে উন্নত দেশগুলির সুবিধা নিশ্চিত করে।"* [১]

উক্ত মন্তব্য থেকে একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে বিশ্বায়নের প্রকৃত স্বরূপ কী ছিল। তবে অর্থনীতি বা রাজনীতির প্রসঙ্গ ছেড়ে আমরা যদি মানুষের অবস্থানকে দেখতে চেষ্টা করি তবে সাহিত্যের মধ্যে ফুটে ওঠা মানুষের সেই বিমূঢ় উদভ্রান্ত জীবনের ছবিকে খুঁজে পাবো। এখন স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উক্ত পাঁচটি গল্পের মধ্যে বিশ্বায়নের ফলে মানুষের অবস্থানকে আলোচনার চেষ্টা করবো।

আমরা আমাদের এই আলোচনায় প্রথম গল্প হিসেবে নিয়েছি 'ভিডিও-ভগবান-নকুলদানা' গল্পটিকে। গল্পটি শুরু হয়েছে অবনী ও প্রতিমার দাম্পত্য জীবনের দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে দিয়ে। দুই সন্তান নিয়ে এই ব্রাহ্মণ দম্পতির সংসার চলছিল টানাটানির মধ্যে দিয়েই। তবে বিশ্বায়নের প্রভাবে সৃষ্ট ভোগবিলাসিতার স্পষ্ট আভাস দিয়েছেন গল্পকার এই গল্পে। গল্পে ভিডিও গেম, ল্যাক্মে লিপস্টিক, টিভি, সিনেমা, ম্যাগি, টমেটো সস, সিনথেটিক শাড়ি, রেডিও, প্রেসার কুকার, গ্যাস সিলিন্ডার, ইনস্টলমেন্টে ধার শোধ প্রভৃতি প্রসঙ্গ বারংবার এসেছে। আপাত দৃষ্টিতে এই উপাদানগুলি দৈনন্দিন গৃহকর্মের উপাদান মনে হলেও এগুলি কিন্তু সবই বিশ্বায়নের ফসল। যা মানুষকে ভোগবাদী মানসিকতার দিকে ধাবিত করে চলেছে। গল্পের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে প্রতিমার টিভি দেখার নেশাকে কেন্দ্র করে। এই নেশাকে কেন্দ্র করেই কখনো কখনো অবনী-প্রতিমার দাম্পত্য জীবনে কলহ তৈরি হয়েছে, কখনো আবার টিভি দেখার জন্য প্রতিমা গেছে অন্যের বাড়িতে। কিন্তু এই ভোগ-বিলাসিতার মধ্যেও মানুষ নিজের সম্মান খুঁজতে চেয়েছিল। বিশ্বায়নের প্রথম পর্বেও মানুষ নিজের আত্মমর্যাদাবোধকে জাগ্রত রেখেছিল। তাই গল্পকার আমাদের জানান-

> *"অবনী রেডিয়োটা সারাতে দিয়েছিল বেশ কিছুদিন হল। অন্যের বাড়ি টিভি দেখতে গেলে ভদ্দরলোকের ইজ্জত থাকে না। ইজ্জতই তো আসল।"*[২]

তবে 'ইজ্জত' রক্ষার চেষ্টা হলেও এই ভোগপ্রবণতাকে মানুষ অবদমিত করে রাখতে পারেনি। আর এই প্রবণতা মানুষকে কোন পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারে তা স্বপ্নময় চক্রবর্তীর এই গল্পে বর্তমান। গল্পকার আমাদের দেখালেন প্রতিমার এই ভোগবাসনা কীভাবে তার কোলের ছেলেটিকে কেড়ে নিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে পার্থর ডান হাতটিকে। বিশ্বায়নের ফসল টিভির নেশায় মত্ত প্রতিমা তার দুই সন্তানকে ঘরে শিকল বন্ধ করে অন্যের বাড়িতে টিভি দেখতে যায়।

> *"প্রতিমা স্টোভে ভাত চাপিয়ে ওদের ঘরে রেখে বাইরে থেকে শিকল টেনে ও বাড়ি গেছিল টিভি দেখতে। ছোটটাকে নিচে শুয়ে রেখেছিল, ওর কাঁথায় আগুন ধরে গিয়েছিল। বড়টা বাঁচাতে গিয়েছিল। ওর হাত আর মুখ পুড়ে যায়। ওর চিৎকারেই বাইরে শিকল খুলে..."*[৩]

আসলে এই বাসনা বা পরিণতি শুধু প্রতিমার নয়, বিশ্বায়ন পরবর্তী প্রতিটি মানুষের জীবনে এরূপ বাসনার ফলে প্রতিনিয়ত পরিণতি ঘটছে। মানুষ তা বুঝতেও পারছে কিন্তু মানুষ উদভ্রান্ত। প্রযুক্তির বেড়াজালে মানুষ যে ভাবে বাঁধা পড়েছে সেই বাঁধন ছিঁড়ে বেড়িয়ে আসার ক্ষমতা মানুষ আজও অর্জন করতে পারছে না।

'নতুন রান্না' গল্পটিও সমস্থানীয়। বিশ্বায়ন পরবর্তী মানুষের বিমূঢ় আত্মজিজ্ঞাসার পিছনে ধাবিত হয়ে আবাঞ্ছিত এক পরিণতির গল্প। গল্পের মূল দিকটি দেখানো হয়েছে বিশ্বায়নের প্রভাবে সাধারণ রান্নার নামগুলি কীভাবে দিনের পর দিন পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে অনুসরণ করে বদলে যাচ্ছে। গল্পের শুরুতেই শিবুর মণিহারি দোকানে লাগানো একটি পোস্টারে লেখা– লটারির টিকিট, ফ্ল্যাট ভাড়া, বিবাহের বাড়ি ভাড়া ও রান্নার হালুইকরের সন্ধান পাওয়া যায়, অর্থাৎ বিজ্ঞাপন দ্বারা মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া। এই বিজ্ঞাপনও এক অর্থে বিশ্বায়নের ফল। তাছাড়া গল্পে কম্পিউটার দ্বারা বিবাহ ব্যবস্থা থেকে ফাস্টফুড, ফিশ ফিঙ্গার, কর্ণফ্লাওয়ার, মাঞ্চুরিয়ানের মত আধুনিক নানান খাবারের উল্লেখ পাই। গল্পকার গল্পে একটি বিবাহ বাড়ির মেনু কার্ডের বর্ণনা দিয়েছেন, যা আমাদের আলোচ্য আলোচনার ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক। মতিলালের জবানিতে গল্পকার মেনু কার্ড পড়েন-

"আজকের নাটক : শুভ বিবাহ
কাহিনী, নাট্যকার ও পরিচালনা : শ্রী মধুসূদন সাহা
প্রযোজনা : বাহাদুর ক্যাটারার
সম্পাদনা : মনোজ ঠাকুর
ও
হেমন্ত ঠাকুর
চরিত্র রূপায়ণে
বিখ্যাত নায়ক ফ্রায়েড রাইস

নায়িকা চিকেন মাঞ্চুরিয়ান
সহনায়ক রাধাবল্লভি
খলনায়ক বাটারফ্রাই
উদাস বাউল স্যালাড
অতিথি শিল্পী মাছ-কালিয়া
হাস্যকৌতুকে প্লাস্টিক চাটনি
ও
পাঁপর
সুমিষ্ট গায়ক রাজভোগ
মিষ্টি গায়িকা প্রাণহরা
সঙ্গীতে আইসক্রিম
পপসঙ্গীতে পান
অন্যান্য পার্শ্ব চরিত্রে লেবু, নুন, জল।'[৪]

বোঝা যাচ্ছে ভোজন তালিকার সমস্ত রান্নাগুলিই পশ্চিম দেশের সংস্কৃতি। পঞ্চা ঠাকুরের মতো সাধারণ রাঁধুনির কাছে এই রান্না গুলি নতুন হলেও অপরিচিত নয়। 'চিকেন মাঞ্চুরিয়ান' রান্না প্রসঙ্গে পঞ্চা ঠাকুর জানায়-

'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন ? মাংসের পাকোড়ার এমন খটমট নাম রেখেছে কেন?'[৫]

অর্থাৎ, খুব সাধারণ রান্নাগুলি নাম-পরিচয় পরিবর্তন করে বিভিন্ন কেমিক্যাল (কর্ণফ্লাওয়ার) মিশিয়ে তৈরি হচ্ছে নতুন রান্না। বহু চেষ্টা করেও পঞ্চা ঠাকুর 'চিকেন মাঞ্চুরিয়ান' রান্নার চেষ্টা করলেও তা ফুলে না ওঠার জন্য সে হতাশ হয়। ভ্রান্ত জীবন জিজ্ঞাসার পিছু পিছু গিয়ে আধুনিক রাঁধুনি মিঠুনের রান্না দেখে 'চিকেন মাঞ্চুরিয়ান'এর রেসিপি শেখার চেষ্টা করে। গল্পের শেষে গল্পকার পঞ্চাকে হাসপাতালে পাঠায়। আমাদের বুঝে নিতে আর আসুবিধা হয়না যে, বিশ্বায়নের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে মার খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি পঞ্চা। গল্পে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিয়েছেন গল্পকার, বিশ্বায়ন পূর্বে যা ছিল অতি সাধারণ ও পরিচিত, বিশ্বায়ন পরবর্তী সময় গুলিতে তা দিনের পর দিন হয়ে উঠছে জটিল ও অপরিচিত। এই জটিলতা ও অপরিচিতির সঙ্গে বাজার অর্থনীতি যেন সমান্তরালে জড়িত।

বিশ্বায়নের আর একটি দিক হলো কর্পোরেট শক্তির বিস্তার। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'আবর্জনা হইতে ভোগ্যপণ্য' গল্পের মধ্যে এই শক্তির কথা নেপথ্যে বর্ণিত হয়েছে। এই গল্পে গল্পকার পঞ্চানন নামক এক অতি সাধারণ, প্রথাগত শিক্ষা থেকে দূরে অবস্থিত, পরীক্ষালব্ধ মনভাবাপন্ন-আবিষ্কারের নেশায় মত্ত ও আইনস্টাইন প্রেমী এক যুবকের প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। সে সর্বদা মনে করেছে যেকোনো আবিষ্কারই অ্যাকসিডেন্ট। নিউটনের অভিকর্ষ থেকে অ্যান্টিবায়োটিকের আবিস্কার তার কাছে অ্যাকসিডেন্ট বলে মনে হয়েছে। ফলে 'পঞ্চাননও একটি অ্যাকসিডেন্টের অপেক্ষায় থাকতে লাগল'। উপরিউক্ত দুটি গল্পের মতো এই গল্পেও টেলিভিশন, টেপরেকর্ডার, ওয়াশিং মেশিন, ডিশ অ্যান্টেনা, গ্লসি পর্নোগ্রাফির বই প্রভৃতি বিশ্বায়নের বিভিন্ন উপাদানের উল্লখ রয়েছে। কিন্তু গল্পের অভিমুখ নির্দিষ্ট করা হয়েছে মহানির্দেশকদের মত মানুষদের সামনে এনে। বহু পরিশ্রম ও নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ মন নিয়ে পঞ্চানন কলকাতা শহরের আনাচে-কানাচে থাকা আবর্জনা থেকে যখন আবিষ্কারের দিকে এগিয়েছে তখনই থাবা বসিয়েছে মহানির্দেশক। এই মহানির্দেশকের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চানন যেন মিলিয়ে গেছে। তাই গল্পকার আক্ষেপের সঙ্গে লিখলেন-

"আর পঞ্চানন–পলিমারের জঞ্জালের তলায়, চকোলেটের রাংতা, ছেঁড়া মোজা-গ্লাভস-স্প্রিং-নাটবল্টু সিলিকন চিপস্-এর ভিতরে নিঃশব্দে জঞ্জাল হয়ে গেল।"[৬]

বলতে আসুবিধা নেই যে, এই মহানির্দেশকের মত মানুষরাই হলো কর্পোরেট শক্তির প্রতিভু। যাদের কাছে পঞ্চাননের মতো সাধারণ মানুষের পাত্তা হয় না। পঞ্চাননের মতো মানুষের তৈরি করা সিঁড়ি দিয়েই মহানির্দেশকের মত মানুষ আকাশ ছুঁয়ে দেখার স্বপ্ন দেখে। বিশ্ব অর্থনীতির প্রেক্ষিতে দেখলে উন্নত দেশ গুলির উত্থান উন্নতিশীল দেশগুলির সিঁড়ি পথেই যা বিশ্বায়ন দ্বারা সৃষ্ট তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

'কাকায়ন' ও 'একটি সতর্কতামূলক রূপকথা' গল্প দুটির মধ্যে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে দেখানো হয়েছে। 'কাকায়ন' গল্পে কাক নামক পক্ষীটিকে নিয়ে মিঃ বাগচি তাঁর ল্যাবরেটরিতে রিসার্চে মগ্ন। কাকের পাকযন্ত্র নিয়ে তাঁর রিসার্চ। আর এই কাকের 'সাপ্লাই'-এর জন্য মিঃ বাগচিকে বিজ্ঞাপন দিতে হয়, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এসে জোটে একদল 'দালাল'। গল্পকার লিখলেন-

> *"মিঃ বাগচি বহুল প্রচারিত বাংলা কাগজে জ্যান্ত কাক চাই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। চিঠিপত্র এসেছিল। বেশির ভাগই দালাল। দালাল নিঃ প্রঃ কথাটা লেখা হয়নি বিজ্ঞাপনে। দালালরা ভেবেছিল বোধ হয় মোটা কোনো দাঁও। ফরেনে কাক যাবে।"* [৭]

এখানে 'সাপ্লাই', 'বিজ্ঞাপন', 'দালাল' প্রভৃতি প্রসঙ্গ গুলি বিশ্বায়নের ফলেই যে সৃষ্ট তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিজ্ঞানের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে গল্পকার এই গল্পে আরও কয়েকটি বিষয় সূক্ষ্ম চালে জুড়ে দিয়েছেন। যেমন- 'টেকনোলজি' প্রসঙ্গ, 'সিস্‌টেম' প্রসঙ্গ, মানসবাবুর সিমেন্টের সঙ্গে মাটি মিশিয়ে মুনাফা অর্জন, 'পলিথিন ব্যাগে'র প্রসঙ্গ এবং সর্বোপরি কাকের শরীর দিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলার শাট্‌ল কক্ প্রস্তুত। গল্পকার জানায়-

> *'ইতিমধ্যে হাজারটা কাক মরে গেছে, তাতে পাঁচহাজার শাট্‌ল কক্ তৈরি হয়েছে।'* [৮]

ভাবতে অবাক লাগে যখন দেখি, বিশ্বায়নের দাপট থেকে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে পশুপক্ষীরও রেহাই নেই। গবেষণাগারে একদিকে মানুষের আমোদ ও অন্যদিকে ভোগবাসনার প্রবল ইচ্ছায় যেন বিশ্বায়নের গতিকে সচল করে রেখেছে।

'একটি সতর্কতামূলক রূপকথা' গল্পটিতে মানুষ যেন যন্ত্রদাসে পরিণত হয়েছে। বিশ্বায়নের সব কিছুকে ছাপিয়ে গল্পকার বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে এই গল্পে এক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন। গল্পে গল্পকার নিয়ে এসেছেন 'মানুষের ডিমে তা দেবার যন্ত্র'র প্রসঙ্গ। বিশ্বায়নের ফলে প্রযুক্তি যে কখন মারাত্মক আকার ধারণ করে তা এই গল্পে আলোচিত হয়েছে। প্রযুক্তির এই মারাত্মক অবস্থা প্রসঙ্গে গল্পকার নিজেই জানিয়েছেন-

> *"একটা সময় আমার মনে হয়েছে প্রযুক্তি-মস্তানি মানুষকে যন্ত্রদাস বানায়। যে প্রক্রিয়া ভূমিদাস করে, সেই প্রক্রিয়ারই প্রলম্বিত ছক মানুষকে যন্ত্রদাস বানায়।"* [৯]

গল্পকার গল্পের শুরুই করেছেন বিশ্বায়নের ফলে মানুষের ভোগপ্রবণ মানসিকতা দিয়ে। রূপকথার রাজা-রানীর গল্পের মতো করেই গল্পকার শুরু করেছেন তাঁর গল্প-

> *"এক যে আছে লোক। ওর একটা ফ্ল্যাট আছে। টিভি-ভিসিআর-ভিসিপি আছে, ওয়াশিং মেশিন আছে, কর্ডলেস ফোন আছে, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার আছে, একটা স্কুটার আছে, গাড়ি নেই বলে দুঃখ আছে, আর আছে একটা বউ। বউ বড় দুঃখী। ...ওর কোনো বাচ্চা নেই।"* [১০]

মানুষের প্রাপ্তির আশা যেন শেষ হতে চায় না। গল্পের সূচনায় সেই ইঙ্গিত বহন করে চলেছে। তবে সমগ্র গল্পের অভিমুখ নির্মিত হয়েছে 'মানুষের ডিমে তা দেবার যন্ত্র' কে কেন্দ্র করে। বিপাশার সন্তানের চাহিদা মেটাতে তাঁর স্বামী এই যন্ত্র কিনতে চায়। এই যন্ত্রের সুবিধা সম্পর্কে জানিয়েছেন প্রখ্যাত মহিলা পত্রিকার সম্পাদিকা বন্দনা ঘোষ।

> *"ছেলেরা দিব্যি কোনো কষ্টটষ্ট না করে বাবা হয়ে যেত, আর মেয়েরা ক্যারি করে মরত। এবার মেয়েদের মুক্তি। পেট ফুলিয়ে ঘরে বসে থকতে হবে না।...শেষের দিনগুলোতে মেয়েরা সেকস্ এনজয় করে পারত না। এবারে পারবে। মেকানিকাল ইনকুবেশন ওয়েলকামড।"* [১১]

বোঝা যাচ্ছে উত্তর আধুনিকতার হাওয়া মানুষের মধ্যে কতটা তীব্র ভাবে প্রভাব ফেলেছিল। মাতৃত্ব থেকে, গর্ভধারণ থেকে বিরত থাকার জন্য মানুষ যন্ত্রকে ব্যবহার করেছেন। সেই সঙ্গে নিজেও হয়ে উঠেছেন যান্ত্রিক। শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ থাকে না, পুরুষের 'স্পার্ম' সংগ্রহের জন্য গল্পে 'স্পার্ম ব্যাঙ্ক'-এর প্রসঙ্গ এসেছে। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিপাশার সন্তানের চাহিদা মেটাতে বিপাশার কাছে 'পলিটিসিয়ানের স্পার্ম', 'একজন ফেমাস ক্রিকেট প্লেয়ারের স্পার্ম' প্রভৃতি 'স্পার্ম' চয়েস করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। মানুষ যেন সত্যিই যন্ত্রদাসে পরিণত হয়েছে। পাখির ডিমে তা দেবার

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গল্পকার মানুষের ডিমে তা দেবার কথাকে তুলে এনেছেন। গল্পকার এই গল্পে যেন ভবিষ্যতের দিকে নজর দিয়েছেন। বিশ্বায়নের মারাত্মক প্রভাবে আমাদের আগামী প্রজন্ম যেকোনো পুঁজিপতি কোম্পানির হেফাজতে চলে যাচ্ছে তার যেন আগাম ইঙ্গিত দিয়েছেন গল্পকার এই গল্পে।

> *"পাশের ঘরে ইকেবানা আর বনসাইয়ের ফাঁকে ফাঁকে, রঙিন আলোর যত্নে, মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানির হেফাজতে মানুষের ডিম। আগামী প্রজন্ম।"* [১২]

বিজ্ঞানের অসীম সাফল্য মানুষকে হয়তো অনেক কিছু এনে দিয়েছে কিন্তু বিশ্বায়নের তাড়নায় যখন বিজ্ঞান পরিচালিত হতে শুরু করেছে তখনই মানুষের দুয়ারে সর্বনাশের কড়া নেড়েছে। অবচেতন মানুষ বুঝেও না বোঝার চেষ্টা করে প্রতিনিয়ত বিশ্বায়নকে জড়িয়ে ধরছে। কঙ্কন ভট্টাচার্য তাঁর 'বিশ্বায়ন এবং বিজ্ঞান' প্রবন্ধে এই সর্বনাশ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন-

> *"বিশ্বায়ন এক ক্ষেপা ষাঁড়ের মতো শুধু বিশ্ব অর্থনীতিতে আক্রমন করেনি তা সারা পৃথিবীর বিজ্ঞান গবেষণাগারে ঢুকে পড়েছে। এরকম বিশ্বায়ন আমরা চাই না।"* [১৩]

বিশ্ব অর্থনীতির উদারীকরণ ও প্রযুক্তির পাগলামোকে কেন্দ্র করে আশি-নব্বইয়ের দশকে অনেক কথাসাহিত্যিক গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন। কিন্তু স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্পগুলি যেন একটু আলাদা। গল্পকার তাঁর গল্পগুলির মধ্যে একদিকে যেমন এই উত্তর আধুনিকতার কারণে সৃষ্ট বিশ্বায়নের ফলে মানুষের অবস্থানকে চিহ্নিত করেছেন, ঠিক অন্যদিকে এই অতি আধুনিকতাকে যেন খোঁচাও দিয়েছেন। আমাদের নির্বাচন করা পাঁচটি গল্পে পাঁচটি বিশেষ দিককে দেখানো হয়েছে। গল্পগুলিতে উল্লিখিত আধুনিক সরঞ্জাম যা বিশ্বায়নের ফসল এবং এর মধ্য দিয়ে মানুষের ভোগপ্রবণতাকে তুলে ধরা হয়েছে। এই ভোগপ্রবণতা প্রযুক্তি যুগের ধাবমান জীবনচেতনা এবং উদ্দেশ্যহীন আত্মকেন্দ্রিক অস্তিত্বের যন্ত্রণা যে কীভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছে তা পরিষ্কার ভাবে আলোচনা করা হয়েছে গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে। পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী, কর্পোরেট শক্তির বিস্তারের প্রসঙ্গও এসেছে আমাদের আলোচ্য গল্পগুলির মধ্যে। সর্বোপরি বলা যায় যে, স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর আশি-নব্বইয়ের দশকের গভীর উপলব্ধি দিয়ে গল্পগুলির বিষয় নির্বাচন করেছেন। যার ফলে বিশ্বায়নের হাতছানিকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি।

তথ্যসূত্র :

১। বসু, নীলোৎপল, ভারতের মূলধনী বাজারের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব, অমিয়কুমার বাগচী সম্পাদিত, বিশ্বায়ন ভাবনা-দুর্ভাবনা (দ্বিতীয় খণ্ড), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃ. ৩৫৪
২। চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, ভিডিও-ভগবান-নকুলদানা, সেরা ৫০টি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০১১, পৃ. ৯৩
৩। তদেব, পৃ. ৯৫
৪। চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, নতুন রান্না, সেরা ৫০টি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০১১, পৃ. ১০৬
৫। তদেব।
৬। চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, আবর্জনা হইতে ভোগ্যপণ্য, সেরা ৫০টি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০১১, পৃ. ১২৬
৭। চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, কাকায়ন, সেরা ৫০টি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০১১, পৃ. ১১৬
৮। তদেব, পৃ. ১১৯
৯। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, কালের পুত্তলিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুন ২০১৫, পৃ. ৫১৩
১০। চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, একটি সতর্কতামূলক রূপকথা, সেরা ৫০টি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০১১, পৃ. ১৩৪

১১। তদেব, পৃ. ১৩৫

১২। তদেব, পৃ. ১৪০

১৩। ভট্টাচার্য, কঙ্কন, বিশ্বায়ন এবং বিজ্ঞান, অমিয়কুমার বাগচী সম্পাদিত, বিশ্বায়ন ভাবনা-দুর্ভাবনা (দ্বিতীয় খণ্ড), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃ. ৩৩১

গ্রন্থ সহায়ক :

১। অমিয়কুমার বাগচী সম্পাদিত, বিশ্বায়ন ভাবনা-দুর্ভাবনা (দ্বিতীয় খণ্ড), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

২। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা, দে'জ পাবলিশিং

৩। রতনতনু ঘোষ (সম্পাদিত), বহুমাত্রিক বিশ্বায়ন, কথাপ্রকাশ

৪। স্বপ্নময় চক্রবর্তী, সেরা ৫০টি গল্প, দে'জ পাবলিশিং

৫। সরোজমোহন মিত্র, বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প, প্রজ্ঞাবিকাশ

অভিধান :

১। আকাদেমি বানান অভিধান, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, জুলাই ২০১১